সংবাদ

তারিখ ... 11 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির স্বেচ্ছাচারিতা

ঝুলে গেছে ১৫শ' কলেজের উন্নয়ন প্রকল্প

● শিক্ষা সচিবকে শোকজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির পরিকল্পনা শাখার অদক্ষ ও অসাধু কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় এ সরকারের আমলে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজের (১৫শ') উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর বারবার তাগাদা সত্ত্বেও প্রায় আড়াই বছরেও চরম অবকাঠামো সংকটে থাকা এক হাজার ৫০০ বেসরকারি কলেজের তালিকা তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে সংশ্লিষ্টরা। প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপাইল (ডিপিপি) তৈরিতেও কর্মকর্তারা ৪০ দিনের বিপরীতে ৯ মাস ১৬ দিন অতিবাহিত করেছেন। এ অবস্থায় সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বে ডিপিপি তৈরির কারণ ব্যাখ্যা করতে গত ৪ ডিসেম্বর শিক্ষা সচিবকে কারণ দর্শানো নোটিস দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। কিন্তু এ নোটিস পাওয়ার এক মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এর জবাব দেয়নি শিক্ষা উন্নয়ন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

উন্নয়ন : প্রকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়। এতে পুনরায় কারণ দর্শানো নোটিস দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'গতকাল সংবাদকে জানান, পরিকল্পনা কমিশনের কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব চলতি সপ্তাহেই দেয়া হচ্ছে। মাউশির গাফিলতির জন্যই ১৫শ' কলেজের উন্নয়ন প্রকল্প ঝুলে গেছে বলেও ওই কর্মকর্তা জানান।

জানা যায়, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কম্পিউটার শিক্ষাসহ নির্বাচিত বেসরকারি কলেজগুলোর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালের প্রথম দিকে। বিভিন্ন জেলার এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের উন্নয়নের জন্যই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ওই বছরের ২৯ এপ্রিল ৫০০ বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের একটি প্রস্তাব পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৭৭৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। পরে ওই বছরের ২৩ জুন প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় (পিইসি) ব্যয় কমিয়ে ৭৪১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। ওই বছরের ১৮ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ে জনবল কমিটির সভায় তা অনুমোদন পায়।

পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রী ২০১০ সালের ১৮ জুন এক হাজার ৫০০ কলেজের উন্নয়নের নির্দেশ দেন। পরে ২০১১ সালের ২৬ জুন মাউশি ১৫শ' কলেজ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে এর ব্যয় নির্ধারণ করে প্রায় দুই হাজার ২০৯ কোটি টাকা। এরপর গত বছরের ২৪ জানুয়ারি পিইসির সভায় ৬১১টি কলেজের তালিকা উপস্থাপন করা হয়। ১৫শ' কলেজের তালিকা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার উপপ্রধান আনছার আলীকে। কিন্তু তিনি ইচ্ছেমতো বারবার তালিকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে থাকেন। আর এ প্রকল্প মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার চিফ প্লানিং সরদার ইলিয়াস হোসেনও এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছেন।